দৈনিক
ইত্তেফাক

ঝালকাঠি কামিল মাদ্রাসা

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীনি ইলমের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ফোরকানিয়া, আলীয়া ও কওমিয়া মাদ্রাসা। দ্বীনি অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলছে এ সমস্ত দ্বীনি মার্কাজ। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র হতে তৈরী হয়েছে অসংখ্য আলেম, হাফেজ, ক্বারী, শিক্ষাবিদ, সংগঠক ও মুবাল্লিগ। বিশেষতঃ আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে আলেম ওলামাগণ বৈষয়িক বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানেও হয়েছেন সমৃদ্ধ। সমাজ গঠন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও রূপায়ণে এ সমস্ত মাদ্রাসাগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে গুটিকয়েক মাদ্রাসা দেশময় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঝালকাঠী এনএস কামিল মাদ্রাসা এগুলোর অন্যতম।

দক্ষিণ বাংলায় ইলমে নববীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অগ্রদূত ছারছীনার মরহুম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর সরাসরি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে ১৯৪৬ইং সনে ঝালকাঠী জেলার নেছারাবাদ (বাসন্ডা) গ্রামে এবতেদায়ী মাদ্রাসারূপে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, দ্বীনের মহান সিপাহসালার আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুজুর) সামান্য একটি কাঁচা ঘর থেকে এ মাদ্রাসার যাত্রা শুরু করেন। কালের পরিক্রমায় ১৯৮৬ সালে মাদ্রাসাটি কামিলের মঞ্জুরী লাভ করে। ইতিপূর্বেকার ঐতিহ্যের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে মাদ্রাসাটি একটি আদর্শ স্থানীয় মাদ্রাসায় পরিগণিত হয়। শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগতি ও প্রশাসনিক অবকাঠামোগত বিন্যাসের ফলে মাদ্রাসার পড়াশুনা ও ফলাফলে সূচিত হয় এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের। কামিল মঞ্জুরী লাভের পর হতে অদ্যাবধি প্রতি বছর জুনিয়র বৃত্তিসহ দাখিল, আলিম, ফাজিল ও

দ্বীনি বিদ্যাপীঠ

কামিল শ্রেণীতে ঈর্ষনীয় ফলাফল লাভ করে। প্রতিবছর একাধিক ছাত্র লাভ করে সম্মিলিত মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্তির গৌরব। ২০০০ইং সালে মাদ্রাসাটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে মাদ্রাসাটিতে কামিল হাদীস, তাফসীর ও ফিকহসহ আবাসিক, অনাবাসিক ও ডে-কেয়ার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। অবশ্য ছাত্রীদের জন্য আলাদা ক্যাম্পাসে একাডেমিক ব্যবস্থা রয়েছে।

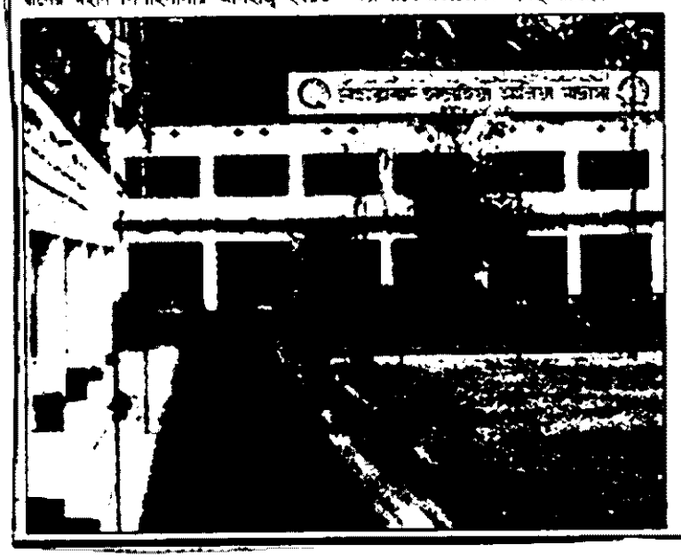

সুবিশাল আয়তনের এ মাদ্রাসাটির শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, ছাত্রাবাস ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম (Co-Coricalus activitis) শিক্ষকদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের আধুনিকায়ন ও সুন্দর বন্দোবস্তের কারণে ছাত্রদের যোগ্য ও সুশিক্ষিত ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্রদের খেলাধুলা, আহার-বিশ্রাম, গোসলসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রাবাসের ছাত্রদের ক্যাম্পাসে থেকে বের হতে হয় না। লন্ড্রি, স্যালুন, ক্যাফেটেরিয়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দর্জি, পোষ্ট অফিস, পাঠাগার, অডিটোরিয়াম, মসজিদসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থাই ক্যাম্পাসে রয়েছে। ফোন-ফ্যাক্স-কম্প্যুটার-ফটোষ্ট্যাট সুবিধাসহ আধুনিক যাবতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধাভোগী হাফেজী নূরানী আলিয়া শাখার সহস্রাধিক ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রকে আদর্শ-চরিত্রবান-কর্মঠ ও জ্ঞানে সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে রয়েছে চমৎকার আবাসিক ব্যবস্থাপনা। দক্ষ ও পরিশ্রম হল সুপার, প্রভোস্টসহ রয়েছে তত্ত্বাবধায়কের সার্বক্ষণিক পরিচর্যা।

সেমিষ্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রদের স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তিকে বলীয়ান করে তোলার লক্ষ্যে কম্প্যুটার শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিএন সিসি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাংলা-ইংরেজী-আরবী সাহিত্য সংসদ ও ছাত্র সংসদের মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা-মনন ও আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

যোগ্য-দক্ষ-বিজ্ঞ-মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াশুনায় যেমন হয় অগ্রগতি, তেমনি সুফল ও সুনাম বয়ে আনে পরীক্ষার ফলাফল। জাতীয় পরীক্ষায় প্রতিবছর প্রতি শ্রেণীতে মেধাতালিকার শীর্ষ অবস্থান এ মাদ্রাসাটি।

অত্যন্ত সফল, কর্মোদ্যমী ও প্রাজ্ঞ প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী ছাত্রাবাসের অপ্রতুলতা, পাঠাগার মিলনায়তন ও ছাত্রাবাস সুযোগের সীমাবদ্ধতার কথা বললেন প্রসঙ্গক্রমে। স্বাভাবিকভাবেই সরকার এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নজর দিবেন বলে আমরা আশাবাদী।

□ ইবনে আবদুর রহমান